বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার এর প্রতিবেদন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
ISO 9001:2015 Certified

সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ড পরিচালক মন্ডলী, উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিগণ, সাংবাদিকগণ, অত্র সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুধী মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। সমিতির ২৪ তম বার্ষিক সদস্য সভায় দূর দূরান্ত হতে শীতের শিশির ভেজা সকালে কষ্ট স্বীকার করে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান করায় সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক উষ্ণ অভিনন্দন। আমি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ ই আগস্টের শহিদদের ও জাতির সূর্যসন্তান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি।

সুধী মন্ডলী,
গ্রাম বাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। "লাভ নয়-লোকসান নয়" নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত জাতীয় কর্মসূচীকে সফল করার প্রত্যয়ে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আজ ২৮ বৎসরে পদার্পন করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, নবীনগর, কসবা, আখাউড়া, বিজয়নগর, নাসিরনগর, সরাইল ও আশুগঞ্জ উপজেলার ভৌগলিক এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত থেকে দেশের জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও ভিশন ২০৪১ সফল করার জন্য প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ "- এই ব্র্যান্ডিং শ্লোগানের আলোকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল উপজেলায় ইতঃমধ্যে ১০০% বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ডিসেম্বর-২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৭২৫৫ কিঃ মিটার লাইন বিদ্যুতায়ন পূর্বক বিভিন্ন শ্রেণীর ৫,৪৯.৬৩৮ জন গ্রহকাককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এখন মানুষের প্রত্যাশা মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ। এ লক্ষ্যে সমিতির বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। যাতে খুব কম সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রেখে বিদ্যুৎ লাইন উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা যায় সেদিকে সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হচ্ছে। তদুপরি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ নিরসনে আমাদের "দুর্যোগে আলোর গেরিলা" টিম সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মানিত গ্রাহক ও সুধী,
বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে অত্র সমিতির বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ বছরে ২টি নতুন উপকেন্দ্র (বিজয়নগর-২-) ১০ এমভিএ ও (নবীনগর-৫)১০ এমভিএ নির্মাণ ও ১টি উপকেন্দ্র (নাসিরনগর) ২০ এমভিএ আপগ্রেডেশনপূর্বক ২৫ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আশুগঞ্জ-২ লালপুর ০৫ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মাণ পূর্বক চালু করা হয়েছে। ৩৩ কেভি লাইনে ওভারলোড নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সরাইল উপজেলার অরুয়াইল এলাকায় ২১ কিঃ মিঃ, সদর-২ উপকেন্দ্র- উড়শিউড়া এলাকায় ০৭ কিঃ মিঃ এবং সদর ও বিজয়নগর এলাকায় ৮.২ কিঃ নতুন ৩৩ কেভি লাইননির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পবিসের সিস্টেম লস হ্রাস করা এবং গ্রাহক পর্যায়ে মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিৎ করার লক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে বিগত অর্থ বছরে ১১ কেভি ০৪টি ফিডার লাইন নির্মান পূর্বক চালু করা হয়েছে ও ০৩ টি ১১ কেভি ফিডার লাইন নির্মাণ কাজসহ তার পরিবর্তন করার কাজ চলমান রয়েছে। এরই সাথে উন্নত গ্রাহক সেবার জন্য সদর দপ্তর, আখাউড়া জোনাল অফিস, নবীনগর জোনাল অফিস, কসবা জোনাল অফিস, নাসিরনগর জোনাল অফিস, কসবা সদর জোনাল অফিসের পাশাপাশি সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস, বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস, শিবপুর সাব জোনাল অফিস, শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস ও অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস স্থাপন করা হয়েছে। পবিসের গ্রাহকদের সময়উপযোগী লোড বিবেচনা করে চাহিদা মোতাবেক ট্রান্সফরমার আপগ্রেডেশন কাজ পবিস নিজ অর্থায়নে চলমান রয়েছে। যে কোন সেবার জন্য সম্মানিত গ্রাহক এবং বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশীগণদের সরাসরি উক্ত অফিসসমূহে যোগাযোগের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এক ইঞ্চি আবাদি জমি পতিত না রাখার জন্য এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে সেচ সংযোগ প্রদান দ্রুততার সাথে প্রদান করা হচ্ছে। এক শ্রেণির মধ্যসত্বভোগী মালামাল পরিবহন, লাইন স্থানান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংযোগ প্রত্যাশী গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করে অবৈধভাবে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এতে সমিতির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। এধরনের সমস্যা সমাধান ও নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন গ্রামে উঠান বৈঠক ও গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। যেকোন সমস্যায় সরাসরি অফিসে যোগাযোগ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। এছাড়া আলোর ফেরিওয়ালার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহক সমস্যার সমাধানসহ নতুন সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম চালু আছে। ইদানীং বিদ্যুতায়িত লাইন থেকে ট্রান্সফরমার চুরি এবং অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করে বিদ্যুৎ চুরির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ। এ দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি,
দুর্নীতি, হয়রানিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহীতামূলক সেবা প্রদানের জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি। সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের হয়রানি রোধ ও সহজে বিল পরিশোধের সুবিধার্থে বিভিন্ন ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেমন বিকাশ, রকেট, রবি, গ্রামীণফোন, টেলিটক, মাইক্যাশ, শিওরক্যাশ, উপায় এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের অনুরোধ করছি।
পরিশেষে, সমিতির সার্বিক কর্মকান্ডে যারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছেন, বিশেষতঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়গণ, জন প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিকবৃন্দ, সমিতির পরিচালকবৃন্দ, পিজিসিবি/পিডিবি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং সকল সুধীজনের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।
জয় বাংলা।

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি